পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠছে।শীঘ্রই সন্ধ্যা হবে।জোর পায়ে হাটছে মতিন।আঁধার নামার আগেই বাড়ি পৌছতে হবে।সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা আর নিরাপদ নয়।

দুপুরবেলা বৃষ্টি নেমেছিল।গ্রামের মেঠো পথটা কাদায় ভরে গেছে।সেই পথ দিয়েই হাটছে মতিন।হাটতে হাটতে বাজারে এসে পড়ল।বাজার প্রায় ফাঁকা,লোকজন নেই বললেই চলে।অধিকাংশ দোকানই বন্ধ,বাকিগুলো বন্ধের উপক্রম করছে।এই দেখে হাটার গতি বাড়িয়ে দিল মতিন।

বাজার পেরিয়ে বায়ে মোড় ঘুরল।আরও কিছুদূর হেটে পৌছল কাঠের পুলটার কাছে।নড়বড়ে পুলটা চলে গেছে এক আধ-ভরাট খালের উপর দিয়ে। পুলটার কাছে আসতেই হঠাৎ শিউরে উঠল মতিন,পা যেন দ্বিগুণ ভারী হয়ে উঠল।এক কদম সামনে আগানোও দুষ্কর হয়ে পড়ল। আড়চোখে খাল পাড়ের

পাঁচদিন আগে গ্রামের পশ্চিম দিকের এই খালপাড়ে এক ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়।শতচ্ছিন্ন লাশ,পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করা,মুখ--মন্ডল বিকৃত। মুহূর্তেই পুরো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়।লোকজন এসে খালপাড়ে ভীর করে।সবাই মিলে লাশ সনাক্ত করে।ইউনুস,দক্ষিণ পাড়ার ইউনুস।

ইউনুসের ঘরে শোকের মাতম পড়ে যায়।পুলিশ আসে,গোয়েন্দারা আসে।ইউনুসের আত্নীয়-স্বজন্দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।জানা যায় ইউনুস সেদিন রাতে পাশের গ্রামে পালাগান শুনতে গিয়েছিল। পালাগান অনেক রাত পর্যন্ত হয়,সেজন্য তার ঘরের লোকেরা অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়েছিল।ইউনুস রাতে আর ফেরেনি।সকালে উঠে দেখে এই অবস্থা।

গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করে।লাশ পরীক্ষা করে,গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে।কিন্তু এখন পর্যন্ত খুনীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।তবে মতিন জানে খুনী কে,সেই বিভৎস অবয়ব সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

সেই রাতে পালাগান শুনতে মতিনও গিয়েছিল।পালাগানের আসর ভাঙ্গে মাঝরাতে।আসর শেষে ফেরার পথ ধরে মতিন।পথে ইউনুসের সাথে দেখা হয় মতিনের।দুজনে একসাথে গ্রামের দিকে এগোতে থাকে।সে রাতে গুমোট গরম পড়েছিল,বৃষ্টি নামার আগে যেরকম পড়ে।আকাশে মেঘ জমেছিল, চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে।চারপাশে ধূসর অন্ধকার।অল্প আলোতেই কোনোমতে এগোতে থাকে ওরা। গ্রামের পশ্চিমে খাল পার হওয়ার জন্য একটা কাঠের পুল বানানো হয়েছে।গ্রামের লোকজনই চাঁদা তুলে বানিয়েছে পুলটা।

সেই পুলের কাছে পৌছে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে ওরা দুজন।কাঠের পুলটা মাঝখান দিয়ে ভেঙ্গে গেছে,প্রায় আট ফুটের মতো ফাঁকা মাঝখানটায়।হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে পড়ল ওরা।মনে মনে পুল ভাঙ্গার কারণ খুঁজতে লাগল।এমন সময় শোনা যায় সেই শব্দ।বিশ্রী, ঘরঘরে সেই শব্দ।চমকে পিছনে তাকায় ওরা।ওদের পিছনে, রাস্তার ডান ধার থেকে আসছে শব্দটা।সেদিকে এগিয়ে গেল ইউনুস, মতিনের বারণ শুনল না।অনিচ্ছা সত্যেও পিছু নিল মতিন।ধীরে ধীরে এগোতে থাকল সেদিকে।

শব্দের উৎসে পৌছে বিভৎস এক দৃশ্য দেখে মতিন।প্রায় সাত ফুট লম্বা এক মানুষ, না মানুষ নয় ওটা মানুষ হতে পারে না। ওটা কোনো অমানুষ। দু হাতে চেপে পিষে ফেলেছে ইউনুসকে।অমানুষটার চোখ দুটো রক্তিম, হাত-পা চুইয়ে রক্ত পড়ছে।তার দু হাতের মধ্যে নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে রয়েছে ইউনুস। এই দৃশ্য দেখে উল্টো দিকে ঝেরে দৌড় দেয় মতিন।পুল ভাঙ্গা দেখে খালে ঝাপ দেয়,সাঁতার কেটে ওপাড়ে পৌছায়।

পরেরদিন এসে দেখে পুলটা একদম ঠিক আছে,যেন কখনও ভাঙেইনি।আর ওপারে ইউনুসের লাশ পড়ে রয়েছে,তার পাশে এক বিরাট জটলা।

এই ঘটনা কাউকে বলেনি মতিন।সে ভয় পায়,পাছে তাকেই যদি ইউনুসের খুনি ভাবা হয়।সে এমনিতেই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে।ইউনুসের মৃত্যুর পর তার সাথে যা ঘটছে,তাতে ভয় আরও বেড়ে গেছে।

ইউনুসের মৃত্যুর পরের রাতের কথা।মতিন নিজের ঘরে শুয়ে আছে।বাইরে ঝুম বৃষ্টি নেমেছে।টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছে।হঠাৎ সে শব্দ ছাপিয়ে আরেকটি শব্দ পাওয়া গেল।বিশ্রী ঘরঘরে শব্দ।মতিন চমকে উঠল। ঘরঘরে শব্দটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।এক সময়ে মনে হল শব্দটা মতিনের ঘরের পিছন থেকে হচ্ছে।একটু পরে মতিনের ঘরের টিনে সশব্দে কিছু আছড়ে পড়ল।মতিন আতঙ্কে জমে গেল,একচুল নড়ার ক্ষমতাও তার আর নেই।

কিছুক্ষণ পরপর টিনে আচর পড়েই চলেছে।এটা অমনষটা, মতিন নিশ্চিত এটা ঐ অমানুষটা।প্রতিটা আচরে ঘরসুদ্ধ কেঁপে উঠছে।মতিনের ঘর যেন এখনই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

আচরানো থামল ভোর হওয়ার কিছু আগে।মতিন আরও কিছুক্ষণ ঘরে ঘাপটি মেরে বসে থাকল।ঘর থেকে বেরোল সূর্য পুরোদমে উঠার পরে।বের হয়ে দেখে টিনে আচরানোর দাগই নেই।ঘরের চারপাশের কাদায় কোনো পায়ের ছাপও নেই।

গত চার রাত ধরে একই ঘটনা ঘটছে।মতিনের অবস্থা পাগল পায়।রাতে ঘুমাতে পারছে না,সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে। কাউকে বলতেও পারছে না।গ্রামে তার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।বাবা-মা চার বছর আগের বন্যায় মারা গেছে।বাইরের কাউকে বলার সাহস পাচ্ছে না।কাউকে বলতে গেলে যদি ইউনুসের ব্যাপারটাও ফাঁস হয়ে যায়।তাও সাহস করে পশ্চিম পারার আছরকে ঘরের ব্যাপারটা বলেছিল মতিন।আছর তা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।গ্রামের মানুষও এখন আর ভূতে বিশ্বাস করে না।

মতিন আজ গিয়েছিল নিশি তান্ত্রিকের কাছে।পাশের গ্রামে থাকে নিশি তান্ত্রিক।ভূত তাড়ানোয় তার বিশেষ সুনাম আছে।মতিন তাকে ঘরের ব্যপারটা খুলে বলেছে।তান্ত্রিক তাকে একটা পাথর আর এক কৌটা কাঠের গুড়া দিয়েছে।পাথরটা মতিনের সুরক্ষা করবে,আর কাঠের গুড়া অমানুষটার মুখে মারলে তাকে নাকি ঘায়েল করা যাবে।মতিনের এতে খুব একটা বিশ্বাস নেই,সব ভোজবাজি।একরকম নিরুপায় হয়ে সে তান্ত্রিকের কাছে গেছে।পাথরটা এক হাতে আর কৌটোটা আরেক হাতে নিয়ে ফিরছে মতিন।সন্ধ্যার আগেই ঘরে পৌছে গেল।

রাত প্রায় দশটা।মতিন ঘরে বিছানা পেতে শুয়ে আছে।সে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।আজ শব্দটা পেলে সে ঘর থেকে বের হবে।এভাবে আর থাকা যায় না,এর একটা বিহিত করতেই হবে।সাথে তো নিশি তান্ত্রিকের দেওয়া জিনিসগুলো আছেই,দরকার হলে সেগুলো ব্যবহার করবে।আজ এর শেষ দেখবেই মতিন।

আজ যেন বিশ্রী শব্দটা একটু দেরিতে পাওয়া গেল।মতিন চমকে উঠলেও সাহস হারালো না।ধীরে ধীরে উঠে দাড়াল, ছোট ছোট কদমে দরজার দিকে এগোলো।দরজা খুলে উঠোনে নামল।ঘরঘরে শব্দটা ক্রমাগত চলছেই।এতক্ষণে মতিনের সাহসে একটু ফাটল ধরলেও,পুরোটা ধ্বসে যায়নি।

ঘরের পিছন দিকে হেটে চলল মতিন।,শব্দটা সেখান থেকেই আসছে।বাড়ির পিছনে পৌছে হতভম্ব হয়ে গেল মতিন।সেখানে এক কুকুর পড়ে আছে,মরণযন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে।ঘরঘরে শব্দ কুকুরটাই করছে।

কুকুরে ঘরঘরে শব্দটাই পেয়েছে মতিন।তাহলে এতদিন কি শুনেছে?নাকি এতদিন ভুল শুনেছে।আর ইউনুসের ব্যাপার-টা?সেটাও ভুল ছিল নাকি।হয়তো রাতের অন্ধকারে ভুল-ভাল দেখেছে।ইউনুসকে হয়তো কোনো অমানুষ নয় মানুষই মেরেছে। এই ব্যাখাটাই ভালো লাগে মতিনের। নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগল।মিছেই ভয় পেয়েছে বলে নিজেকে তিরষ্কার করল। বিরাট এক বোঝা যেন নেমে গেল তার বুক থেকে।

হাতের পাথর আর কৌটা ফেলে দেয় মতিন।এগুলো আর লাগবে না।এমনিতেই এগুলোর উপর তার খুব একটা বিশ্বাস ছিল না।নিরুপায় হয়ে তান্ত্রিকের কাছে গিয়েছিল।নিশ্চিন্ত মনে ঘরের দিকে এগোয় মতিন।

দরজার সামনে পৌছতেই পিছন থেকে একটা বিশ্রী ঘরঘরে আওয়াজ পেল মতিন।চমকে পিছনে ফিরে দেখে প্রায় সাত ফুট লম্বা এক অমানুষ, তার চোখ রক্তিম,হাত-পা চুইয়ে রক্ত পড়ছে।